২৬ -১২-১৬ প্রাতঃমুরলী ওমশান্তি "বাপদাদা" মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা -- হৃদয়বান বাবা এসেছেন বাচ্চারা তোমাদের হৃদয় নিতে , তাই এখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হৃদয়বান স্বরূপে পরিণত হও "

প্রশ্ন -- সত্যযুগী পদ মর্যাদা মুখ্য কোন্ কথায় নির্ভর করছে ?

উত্তর -- পবিত্রতার উপরে । মুখ্য হলই পবিত্রতা । সেন্টারে যারা আসে তাদের বোঝাতে হবে , যদি পবিত্র না হও তবে এই জ্ঞান বুদ্ধিতে টিকবেনা না । যোগ শিখতে শিখতে যদি পতিত স্বরূপে পরিণত হও তাহলে সব কিছুই মাটিতে মিশে যাবে। যদি কেউ পবিত্র না থাকতে পারে তো যতই সে ক্লাসে না আসুক কোনো পরোয়া করবে না । যে যত বেশী পড়াশোনা করবে পবিত্র থাকবে ততই ধন সম্পন্নমূর্ত হবে।

গীত --: শেষে ঐ দিন এল আজ .....

ওম্ শান্তি । রুহানী বাচ্চারা জানে যে এখন সেই দিন ফিরে এসেছে । কোন্ দিন ? এই কথা তো শুধুমাত্র তোমরা বাচ্চারাই জানো যে ভারতে আবার স্বর্গের দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে অর্থাৎ লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব স্থাপন হচ্ছে । তো বাচ্চাদের কতটা খুশীতে থাকা উচিত যে, যে পতিত-পাবন বাবাকে আমরা আহ্বান করি তিনি এসেছেন । তিনিই হলেন লিবরেটার , গাইড অথবা দুঃখহর্তা সুখকর্তা । একবার লিবরেট করা হয়েছে তো ফেঁসে গেলে কিভাবে ? এই কথা কারো জানা নেই। এমন পাথরবুদ্ধি মানুষদের বোঝাতে কত পরিশ্রম লাগে। দেখো কিরকম ডিউটি দিয়ে রেখেছে ? "মৃত পলিতি অর্থাৎ ময়লা কাপড় এসে পরিষ্কার করো" । আত্মা এবং শরীর দুই-ই পবিত্র কেবল দেবতাদেরই হয়। রাবণরাজ্যে শরীর তো কারো পবিত্র হতে পারেনা। শরীর তো আছেই অপবিত্র পতিত। এইসব কথা কেউ জানেনা । আত্মা একটু পবিত্র হলে প্রভাবিত করে কিন্তু পতিত তো হতেই হবে। বেহদের বাবা পতিত-পাবন এসে বলেন যে এই পাঁচটি বিকার হল শয়তান বা রাবণ , এদের ত্যাগ করো। যদি আমার কথা শুনবেনা তো ধর্মরাজ সাজা দেবে। তোমরা অলমাইটি অথোরিটির কথা না শুনলে ধর্মরাজ খুব কঠিন সাজা দেবে। বাবা এসেছেন পবিত্র করতে। তোমরা জানো যে আমরাই পবিত্র দেবী-দেবতা ছিলাম , এখন আমরা অপবিত্র হয়েছি। তো এবারে ফট্ করে এইসব ছেড়ে দেওয়া উচিত । দেহ-অভিমান হল রাবণের মতামত , সেইটিও ছাড়তে হবে। প্রথম নম্বরের বিকার , সেইটাও ছাড়তে হবে। *সেই দিনও আসবে যখন বাবার সঙ্গে এই সভায় কোনো পতিত বসতে পারবেনা , কাউকেই অ্যালাও করা হবেনা* । মৃত পলিতি বা অপবিত্রকে বাইরে বের করে দাও। ইন্দ্রের সভায় প্রবেশ নিষেধ । তারপর কেউ কতই কোটিপতি হোক বা যেই হোক , সভায় প্রবেশ নিষেধ । বাইরে থেকে তাদের বোঝানো হবে। কিন্তু বাবার সভায় অ্যালাও করা হয়না। এখন অ্যালাও করা হয় - ভয়-ভীতির জন্যে । পরে হবেনা । এখনও বাবা শোনেন কেউ পতিত এসে বসেছে তো বাবার ভাল লাগে না । এমন অনেকেই আছে যে লুকিয়ে এসে বসে। এমন এমনদের অনেক সাজা পেতে হবে। *মন্দিরে, গুরদুয়ারায় (টিকানায়) স্নান করে যায়। স্নান না করে কেউ যায়না । সেটা হল স্থূল রূপে স্নান । এ হল জ্ঞানের স্নান । এর দ্বারাও শুদ্ধ হতে হয়। কোনো আমিষাহারী আসতে পারেনা। যখন সময় আসবে বাবা স্ট্রিক্ট হয়ে যাবে*। দুনিয়ায় দেখো ভক্তির কত জোর রয়েছে । যে অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন করে সে শাস্ত্রী রূপে পরিচিত হয়। তোমরা

এখন সংস্কৃত ইত্যাদি পড়ে কি করবে ? এখন বাবা তো বলেন সবকিছু ভুলে যাও। শুধুমাত্র এক বাবাকে স্মরণ করো তো তোমরা পবিত্র হয়ে বিষ্ণুপুরীর মালিক হবে। যখন এই কথাটি ভালভাবে বুঝে নেবে তখন এই শাস্ত্র ইত্যাদি ভুলে যাবে। যে কেউ ব্যারিস্টারী পড়ে ব্যারিস্টার হয় , সেসবের চেয়ে উচ্চ পড়াশোনা হল এটা , যা পরমাত্মা নলেজফুল এসে পড়ান। ওঁনাকে বলা হয় পতিত-পাবন এসো। কিন্তু এ কথা জানেনা যে আমরাই হলাম পতিত। বাবা এই কথা বোঝাতে থাকেন - সত্যযুগকে বলা হয় রামরাজ্য এবং কলিযুগকে বলা হয় রাবণরাজ্য । এই সময় সবাই হল পতিত , পবিত্র দেবীদেবতাদের মন্দিরে পূজো হয়। তাদের পায়ে পতিতরা গিয়ে মাথা নত করে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে তাঁরা হলেন পবিত্রতায় সবচেয়ে উঁচু । সন্ন্যাসীদের চেয়েও উঁচুতে । সন্ন্যাসীদের মন্দির হয় নাকি । এখন যখন তমোপ্রধান ভক্তিতে চলে এসেছে তখন তাঁদের চিত্র রাখা হয়। একেই বলা হয় তমোপ্রধান ভক্তি । মানুষের পূজো , পঞ্চ তত্ত্বের পূজা। যখন সতোপ্রধান ভক্তি ছিল তখন একের পূজা হত। তাকে বলা হয় অব্যভিচারী ভক্তি । দেবতাদেরও এইরূপ তিনিই করেছেন। তো পূজাও একজনেরই হওয়া উচিত । কিন্তু এই ড্রামাও তৈরী রয়েছে । সতোপ্রধান সতো-রজো-তমোতে আসতেই হবে। এখানেও তেমনই রয়েছে । কেউ সতোপ্রধান , কেউ সতো , কেউ রজো , কেউ তমো হয়।

সত্যযুগে ফার্স্টক্লাস স্বচ্ছতা থাকে। সেখানে শরীরের কোনো মূল্য তো থাকেনা। বিদ্যুতের(চুল্লি) উপরে রাখলেই শেষ। এমন নয় হাড় ইত্যাদি নদীতে দেওয়া হবে। এমনও নয় শরীরটাকে তুলে কোথাও নিয়ে যেতে হবে। এই সব কষ্টকর ক্রিয়াকর্ম ওখানে হয়না । বিদ্যুতের মধ্যে দিলেই শেষ। এখানে শরীরের জন্যে মানুষ কত কাঁদে । স্মরণ করে। ব্রাহ্মণ ভোজন করায়। সেখানে এইরকম কোনো কথাই নেই। বুদ্ধি দ্বারা কাজ করতে হবে। সেখানে কি-কি হবে। তাহলেই ভাব স্বর্গ কবে কেমন ! এখানে হল নরক, মিথ্যা খন্ড । *তবেই তো বলা হয় মিথ্যা কায়া , মিথ্যে মায়া ..... গভর্নমেন্ট বলে গৌ- হত্যা বন্ধ করো। তাদের লেখা উচিত হ্যাঁ অবশ্যই এই হত্যা হল বন্ধ করা উচিত । তবে একে অপরের উপর কাম কাটারী চালানো -- এই হত্যা সবার আগে বন্ধ করো। এই কাম হল মহাশত্রু । । আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দেয় , এই বিকারকে হারাও*। তোমরা পবিত্র হও তবেই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে। সেখানে দেবতাদের হয় নতুন রক্ত । *তারা বলে বাচ্চাদের নতুন রক্ত হয়। কিন্তু এখানে নতুন রক্ত আসবে কোথা থেকে ? এখানে তো আছে পুরানো রক্ত । সত্যযুগে যখন নতুন শরীর প্রাপ্ত হবে তখন নতুন রক্ত হবে। এখানে শরীরও হয় পুরানো তো রক্তও পুরানো । এবারে এদের ছেড়ে আরও পবিত্র হতে হবে। সেতো বাবা ছাড়া কেউ করতে পারবেনা* । সবার ধর্ম আলাদা । আর সবাইকে নিজের ধর্মশাস্ত্র পড়তে হবে। সংস্কৃত ভাষায় মুখ্য হল গীতা। বাবা বলেন আমি সংস্কৃত ভাষা কি শেখাই নাকি ? এই ব্রহ্মা যে ভাষা জানে , আমি সেই ভাষাতেই বোঝাবো। *আমি যদি সংস্কৃত ভাষায় শোনাবো তো এই বাচ্চারা বুঝবে কিভাবে । এই ভাষা তো কোনো দেবতাদের ভাষা নয়* । কখনও কন্যারা এসে সেখানকার ভাষা বলে। এই ভাষা শিখে শরীর নির্বাহের জন্যে কেউ লক্ষ কেউ কোটিতে অর্থ উপার্জন করে। এখানে তোমরা কত উপার্জন করছো? তোমরা জানো যে সত্যযুগে আমরা মহারাজা মহারানী হব। যত বেশী পড়াশোনা করবে ততই ধনবান হবে। গরীব এবং ধনী তাতে তফাত তো থাকবে তাইনা । *সমস্ত কিছু নির্ভর করছে পবিত্রতার উপরে। যারা সেন্টারে আসবে তাদের বোঝাবে যে পবিত্র নাহলে এই জ্ঞান বুদ্ধিতে টিকবে না*। ৫-৭ দিন এসে পতিত হলে নলেজ শেষ হয়ে যাবে। *যোগ শিখতে শিখতে যদি পতিত হও তবে সবকিছু মাটিতে মিশে যাবে*। যদি পবিত্র হতে পারবেনা তো তার

চেয়ে ভালো এসো না। পরোয়া করার দরকার নেই। জন্ম-জন্মান্তরের পাপের বোঝা মাথায় রয়েছে । সেসব স্মরণের যাত্রা না করলে নামবে কিভাবে । গায়নও আছে সেকেন্ডে জীবনমুক্তি । বাবা যা বলেন তাই করতে হবে। সম্পূর্ণ দুনিয়া ডাকে হে পতিত-পাবন এসো , আমরা হলাম পতিত কিন্তু পবিত্র কেউ হয়না। তাই কেউ ফিরে যেতে পারেনা। তারা ব্রহ্মকে পরমাত্মা ভেবে স্মরণ করে। পরমাত্মা কে - এই জ্ঞানই কারো নেই। ব্রহ্ম কোনো পরমাত্মা নয়। আর না-ই ব্রহ্মে কেউ লীন হতে পারে। তবু পুনর্জন্মে সবাইকেই আসতে হবে কারণ আত্মা হল অবিনাশী । তারা ভাবে বুদ্ধ ফিরে গেছে। কিন্তু উনি যে স্থাপনা করে গেছেন নিশ্চয়ই পালনাও করবেন। নাহলে পালনা কে করবে। তিনি কিভাবে ফিরতে পারেন। তোমরা এইরকম থোরাই বলতে পারো যে আমরা মুক্তিতে গিয়ে থাকবো। তোমরা জানো যে আমরা নিজের ধর্ম স্থাপন করছি তারপর পালনাও করব। সেটি ছিল পবিত্র ধর্ম , এখন পতিত হয়েছে। আসবেও তারা যারা এই ধর্মের আত্মা হবে। এইভাবে কলম লাগানো হচ্ছে । সবচেয়ে মিষ্টি হয় এই দেবীদেবতা ধর্মের বৃক্ষ । এই বৃক্ষের স্থাপনার কার্য চলছে। শাস্ত্র ইত্যাদি যা কিছু রয়েছে সবই হল ভক্তিমার্গের জন্যে । এক মাত্র বাবারই গায়ন আছে যিনি এসে মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করেন। তো এমন পবিত্রকারী বাবাকে কত ভালরীতি স্মরণ করা উচিত । এই কথাও জানে যে ড্রামা অনুসারে ভক্তিমার্গও এইভাবেই চলবে। বাস্তবে সকলের সদ্গতি দাতা হলেন একমাত্র বাবা তাই পূজা অর্চনা একজনেরই করা উচিত । দেবী-দেবতা যাঁরা সতোপ্রধান ছিল তাঁরাই ৮৪ জন্ম ভোগ করে তমোপ্রধান হয়েছে। এবারে পুনরায় সতোপ্রধান হতে হবে। তাও বাবাকে স্মরণ না করলে পরিণত হওয়া যাবেনা। না-ই অন্য কেউ ক্ষমতা রাখে এক বাবা ছাড়া। *স্মরণও একমাত্র বাবাকেই করতে হবে। এ হল অব্যভিচারী স্মরণ* । অনেককে স্মরণ করা অর্থাৎ ব্যভিচারী স্মরণ । সবার আত্মা জানে যে শিব হলেন আমাদের পিতা তাই তো চতুর্দিকে শিবেরই পূজো হয়। দেবী-দেবতাদের আগে শিবকে রাখা হয়। বাস্তবে দেবতারা পূজো করেনা। গায়নও আছে দুঃখে স্মরণ সবাই করে , সুখে করেনা কেউ । তাহলে দেবতারা কিভাবে পূজো করবে ! সেসব হল ভুল কথা। মিথ্যে মহিমা দেখানো উচিত নয়। শিববাবাকে জানেই কোথায় যে স্মরণ করবে। তো ঐ চিত্র তুলে দেওয়া উচিত । বাকি পূজো অর্চনা কারী সিঙ্গল মুকুটধারী দেখানো উচিত । সাধুসন্ন্যাসী কারো প্রকাশের (আলোর) মুকুট নেই সেইজন্য ব্রাহ্মণদেরও প্রকাশের মুকুট দেখানো হয়না। যাদের জ্ঞানের দিকে সম্পূর্ণ ধ্যান থাকবে তারা কানেক্শন করতেই থাকবে। অভুল তো কেউই নয়। ভুল হতেই থাকে। ত্রিমূর্তির চিত্র কত সঠিক । ইনি হলেন বাবা এবং ইনি হলেন দাদা । বাবা বলেন তোমরা আমারে স্মরণ করো তো এইরূপে পরিণত হবে। দেহী-অভিমানী হতে হবে। *আত্মা বলে আমার বাবা ছাড়া আর কিছুতেই মমত্ব নেই* । আমরা এখানে থেকেও শান্তিধাম এবং সুখধামের কথা স্মরণ করি। এখন দুঃখধাম ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু যতক্ষণ না আমাদের নতুন বাসস্থান তৈরী হচ্ছে এই পুরানো বাড়িতেই থাকতে হবে। নতুন বাড়িতে যাওয়ার যোগ্যতা থাকা দরকার । আত্মা পবিত্র হবে তো ঘরে ফিরবে । কতোটা সহজ। *মুখ্য কথা হলই যে পরমাত্মা কে , এই দাদা কে এই কথা বুঝতে হবে* । বাবা এঁনার দ্বারা অর্থাৎ ব্রহ্মা দ্বারা বর্সা অর্থাৎ স্বর্গের অধিকার দিয়ে থাকেন। *বাবা বলেন বাচ্চারা মনমনাভব । আমাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমরা সত্যযুগের পবিত্র দেবতা হবে* । বাকিরা সেই সময়ে মুক্তিধামে থাকে। সব আত্মাদের শান্তিধাম নিয়ে যেতে একমাত্র বাবা-ই পারেন। কত সহজ তাইনা* । বাচ্চাদের অনেক খুশীতে থাকা উচিত । *মন হৃদয় একেবারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত। কথায় বলে - মন পরিষ্কার হলে মনোকামনা পূরণ হয়। হৃদয় মন তো আত্মাতে রয়েছে* । সত্য হৃদয়বান বাবা হলেন সব আত্মাদের পিতা। *হৃদয়বান বাবাকেই হৃদয়হরণ বাবা বলা হয়। তিনি আসেন সবার হৃদয়

হরণ করতে। সঙ্গমে এসে সবার হৃদয় হরণ করেন। আত্মাদের হৃদয় হরণ করেন পরমাত্মা* । মানুষের হৃদয় হরণ করে মানুষ। রাবণরাজ্যে সবাই একে অপরের হৃদয়ে আঘাত করে।

বাচ্চারা তোমাদের কল্প পূর্বেও এই ত্রিমূর্তির চিত্রে বোঝান হয়েছিল তবেই তো এখানে তোমরা উপস্থিত আছো । তো নিশ্চয়ই বোঝাতে হবে। এখন কত চিত্র রয়েছে বোঝানোর জন্যে । সিঁড়ির চিত্র তো কত ভাল তাইনা । তবুও বুঝতে পারেনা। আরে ভারতবাসী তোমরাই তো ৮৪ জন্ম গ্রহণ করো। এই হল অন্তিম জন্ম। আমরাতো শুভ কথা বলি। তোমরা এমন কেন বলো যে আমরা ৮৪ জন্ম গ্রহণ করিনা । তাহলে তোমরা স্বর্গে আসবেনা তাইতো ? তবু নরকে তো আসবেই । স্বর্গে আসার ইচ্ছে নেই। ভারত স্বর্গে পরিণত হবে। এইসব তো হিসেব বুঝে নেওয়ার । মহারথী ভালভাবে বোঝাতে পারবে। সার্ভিস করার উল্লাসে থাকা উচিত । গিয়ে কাউকে দান করি। ধন না থাকলে দান করার ইচ্ছে হবেনা । প্রথমেই জিজ্ঞাসা করা উচিত কি আশা নিয়ে এসেছ ? দর্শন ইত্যাদির কোনোরকম কথাই নেই এখানে। বেহদের বাবার কাছে বেহদের সুখ প্রাপ্ত করতে হবে। দুইজন পিতা রয়েছেন কিনা। বেহদের পিতাকে সবাই স্মরণ করে । বেহদের পিতার কাছে বেহদের বর্সা অর্থাৎ স্বর্গের অধিকার কিভাবে প্রাপ্ত হয় সেইসব এসে বুঝে নাও। এইসব কথাও সেই বুঝবে যার বোঝবার ক্ষমতা আছে। রাজত্ব নেওয়ার হলে ফট্ করে বুঝে নেবে। এই বাবা তো বলেন বাড়িতে বসে , কাজকর্ম করতে করতে শুধুমাত্র বাবাকেই স্মরণ করলে পাপ ভস্ম হবে। আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার --:

১) কখনও একে অপরের মন খারাপ হতে দেবেনা । সার্ভিস করার উল্লাসে থাকতে হবে। জ্ঞান হল ধন সেই ধন দান করতে হবে।

২) নতুন নিবাসে যাওয়ার জন্যে নিজেকে তৈরী করতে হবে। আত্মাকে স্মরণের শক্তি দিয়ে পবিত্র করতে হবে।

বরদান --: নিজের ভাগ্যের এবং ভাগ্যবিধাতার গুণগানকারী সর্বদা প্রসন্নচিত্ত অর্থাৎ খুশী মনের অধিকারী ভব।

সব ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের জন্ম থেকেই রাজমুকুট , সিংহাসন , তিলক জন্মগত অধিকার রূপে প্রাপ্ত হয়। তো এই ভাগ্যের প্রজ্বলিত নক্ষত্রটি দেখে ভাগ্য এবং ভাগ্যবিধাতার গুণ গাইতে থাকো তাহলেই গুণসম্পন্ন হয়ে যাবে। নিজের দুর্বলতার গুণগান কোরো না, প্রশ্ন থেকে দূরে থাকো তবেই সর্বদা প্রসন্নচিত্ত অর্থাৎ খুশী মনের অধিকারী হয়ে থাকার বরদান প্রাপ্ত হবে। তাহলে অন্যদেরও সহজেই প্রসন্ন করতে পারবে।

স্লোগান --: একনামী এবং ইকোনোমী ভাবে চলাটাই হল ব্রাহ্মণ জীবনের সফলতার আধার ।